গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতি
পোষ্ট:- আরামপুর , দক্ষিণ-২৪ পরগনা

হাট ও খেয়া (ফেরী) ঘাট এর নীলাম

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হচ্ছে যে, সংযোজিত তালিকায় বর্নিত পঞ্চায়েত সমিতি অধীনস্ত ফেরীঘাট এবং বাজার গুলি উল্লিখিত তারিখে গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির কার্য্যালয়ে প্রত্যহ বেলা ১১-০০টা হইতে লাইসেন্সের মাধ্যমে তালিকায় উল্লিখিত সময়কালের জন্য দখল প্রদানের নিমিত্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ফেরীঘাট এবং বাজার -এর ক্ষেত্রে আরনেষ্ট মানি এবং নূন্যতম ডাকের পরিমান সংযোজিত তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ক) **নীলামে অংশ গ্রহনের যোগ্যতা :-**

১) পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী অধিবাসী যার স্বনামে এলাকায় যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তি আছে, পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় অবস্থিত বিধিবদ্ধ পার্টনারশিপ কোম্পানি অথবা সমবায় সমিতি। এছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় অবস্থিত স্বনিযুক্তি প্রকল্পে অন্তত দ্বিতীয় গ্রেড প্রাপ্ত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী।

২) নীলামে অংশ গ্রহনের আবেদন জানিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে (অবশ্যই কোন কাজের দিন) সকাল ১১-০০ টা থেকে বিকাল ৪ টার মধ্যে ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যার্ঙ্কাস চেকের মাধ্যমে আরনেষ্ট মানি, আবেদনপত্র ও যোগ্যতার স্বপক্ষে প্রমান পত্রের প্রত্যয়িত নকল জমা দিতে হবে।

৩) দরখাস্তের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট বয়ানে ১০.০০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে হলফনামা জমা দিতে হবে।

৪) নীলাম শুরু করার পূর্বে ফেরীঘাট এবং বাজার ভিত্তিক যোগ্যতা সম্পন্ন অংশগ্রহনকারীর তালিকা অফিস নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপিত হবে। প্রত্যেক বৈধ অংশগ্রহনকারীর পক্ষে মাত্র ১ জন নীলাম কক্ষে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

খ) **শর্তাবলী :-**

১) ইচ্ছুক ডাকদাতা /ডাককারী সংস্থা নীলামে ডাকের পূর্বে উল্লিখিত ফেরীঘাট এবং বাজার গুলির পার্শ্ববর্নিত পরিমান অর্থ আমানত বাবদ জমা রাখতে হবে। নির্দ্দিষ্ট পরিমান আমানতের বাইরে কোন ড্রাফট জমা নেওয়া হবে না।

২) প্রত্যেক ফেরীঘাট বা বাজার নীলামের ক্ষেত্রে অন্তত তিনজন ডাকদাতার উপস্থিতি বাধ্যতা মুলক।

৩) নীলামে ২৫,০০০/-টাকা পর্যন্ত ডাক হলে নূন্যতম ১০০/-টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০০/- টাকা , ২৫,০০০/- টাকার বেশী ডাক হলে নূন্যতম ৫০০/- টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১,০০০/- টাকা, ৫০,০০০/- টাকার বেশী ডাক হলে নূন্যতম ১০০০/- টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- টাকা ,১,০০,০০০/- টাকার বেশী ডাক হলে নূন্যতম ৫,০০০/- টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা বাড়িয়ে ডাকদাতাগনকে /ডাককারী সংস্থাকে প্রতি বার ডাক দিতে হবে।সর্বোচ্চ সীমারেখা ১ম ও ২য় রাউন্ডের জন্য। কোন অংশগ্রহনকারী ৩য় রাউন্ড শুরু করলে সেটাই সফল ডাক হইবে।

৪) প্রত্যেক ডাককারী /ডাককারী সংস্থাকে অন্তত তিন রাউন্ড ডাকতে হবে এবং এমনভাবে ডাকতে হবে যাতে প্রত্যেক ডাককারী /ডাককারী সংস্থা তিন রাউন্ড ডাকার সুযোগ পায়।অন্যথায় সেই সংস্থার আরনেষ্ট মানি (জমাকৃত টাকা) অফেরত যোগ্য হবে।

৫) সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাট এবং বাজার নীলামের সর্বোচ্চ ডাকদাতা /ডাককারী সংস্থাকে নীলামের সমাপ্তি ঘোষিত হওয়ার পর ডাকের সম্পূর্ণ টাকা অতি অবশ্যই জমা করতে হবে। অন্যথায় ২য় সর্বোচ্চ ডাকদাতা /ডাককারী সংস্থাকে তার ডাকের সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে ফেরীঘাট এবং বাজার এর ইজারা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। ২য় সর্বোচ্চ ডাকদাতা /ডাককারী সংস্থা টাকা জমা দিতে না পারলে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃপক্ষের থাকবে। এক্ষত্রে নীলামে অংশগ্রহন কারী ব্যাক্তি বা সংস্থার কোন দাবী বা আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

৬) ডাক চলাকালীন সময়ে বা ডাকের টেবিলেব বসার পর এবং ডাক শুরুর আগেই প্রয়োজন বোধে উপস্থিত পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃপক্ষ ডাকের সম্ভাব্য টাকা দর্শানোর জন্য ডাককারীকে /ডাককারী সংস্থাকে বলতে পারেন এবং ডাককারী /ডাককারী সংস্থা তা দর্শাতে বাধ্য থাকবেন। যদি টাকা দর্শাতে না পারেন তাহলে উক্ত ডাককারীকে / ডাককারী সংস্থাকে পরবর্ত্তী ডাক থেকে ডাকের শেষ রাউন্ড পর্যন্ত আর ডাক দিতে দেওয়া হবে না। ডাকে অংশগ্রহনকারী ডাকদাতা /ডাককারী সংস্থা বেশী পরিমান টাকা দূর থেকে নগদে বহন করবার সমস্যার কারনে সর্বোচ্চ ডাকের অংশ পরবর্ত্তী কালে পরিশোধ করিবার প্রার্থনা করিলে ঐ আবেদন নামঞ্জুর হবে। কোন অজুহাতে সর্বোচ্চ ডাকের টাকা তাৎক্ষনিক না জমা দেওয়ার আপত্তি শোনা যাবে না। প্রয়োজন বোধে নির্বাহী আধিকারিক (এক্সিকিউটিভ অফিসার) গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট আনতে পারেন।

৭) সর্বোচ্চ ডাকদাতা /ডাককারী সংস্থা সমুদয় টাকা উল্লিখিত শর্তানুযায়ী জমা দিতে না পারলে ডাকদাতা/ ডাককারী সংস্থার জমা রাখা আমানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

৮) ইজারা প্রাপকের জমা থাকা আরনেষ্ট মানি জামিন জমায় রূপান্তরিত হবে তিনমাসের জন্য যা থেকে ফেরীঘাট এবং বাজার চালনাকালীন শর্তভঙ্গ জনিত কারনে পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক ক্ষতি হলে তা উসুল করা হবে এবং জনস্বার্থ জনিত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য হলে ধার্য আর্থিক জরিমানা ইজারা প্রাপক দিতে বাধ্য থাকবেন।

৯) সর্বোচ্চ ফেরীঘাট এবং বাজার মাশুল পঞ্চায়েত সমিতির উপবিধি ১৩৩(১)(খ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ইজারা প্রদানের পূর্বদিনের প্রচলিত ভাড়া বাড়ানো যাবেনা।

১০) গোসাবার সমস্ত খেয়াঘাটে **রাত্রি ৯-০০**টা পর্যন্ত স্বাভাবিক খেয়া সার্ভিস চালু রাখতে হবে। পারাপারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান নৌকার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিটি খেয়াঘাটে ভাড়ার তালিকা টাঙিয়ে রাখতে হবে।

১১) নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যাবার জন্য যাত্রী অপেক্ষমান থাকলে সর্বাধিক ২০ মিনিটের ব্যবধানে ফেরী চালাতে হবে এবং কোন স্পেশাল ফেরী চালানো যাবেনা। দিনেরপ্রথম ও শেষ ফেরীরসময়প্রথা অনুসারেঅথবা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আদেশমত নির্দ্দিষ্ট হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর ফলে প্রশাসনের তরফ থেকে কোন আদেশনামা জারী হলে তাহা মানতে হবে।

১২)নীলামের সময় থেকে ইজারার মেয়াদ কালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত আদালতের অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত আদেশনামা জারি হলে, তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইজারাদার পঞ্চায়েত সমিতির উপর কোন আর্থিক দায় চাপাতে পারবে না।

১৩) মেয়াদকাল শেষ হবার পূর্বে বিশেষ পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েতসমিতি মেয়াদসীমা হ্রাস অথবা বন্দোবস্ত প্রত্যাহার করে নিতে পারবে এবং এক্ষেত্রে বাকী সময়ের জন্য ইজারা মূল্য আনুপাতিক হারে পঞ্চায়েত সমিতি ফেরত দেবে।

১৪) স্কুল চলাকালীন ছাত্র ও ছাত্রীদের পারাপারের জন্য কোনরূপ ভাড়া নেওয়া যাবে না।

১৫) হাট ও খেয়া (ফেরী) ঘাট এর ইজারাদারকে যাত্রী সাধারনের জন্য খুচরোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬) হাট ও খেয়া (ফেরী) ঘাট নীলামের ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৭) প্রতি খেয়ায় সর্বোচ্চ চল্লিশ জন যাত্রী পারাপার করানো যাবে এবং নির্মিত ড্রপ গেট নিজ তত্ত্বাবধানে সর্বদা ব্যবহার করতে হবে।

সভাপতি
গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতি

নির্বাহী আধিকারিক
গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতি

স্মারকসংখ্যা :- ৮৫০/১(১১২)

তারিখ :- ১৫/০৯/২০১৭

জ্ঞাতার্থে এবং বহুল প্রচারের জন্য প্রেরিত হইল :-

১) সভাধিপতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
২) জেলা শাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।
৩) অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলা পরিষদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
৪) মহাকুমা শাসক, ক্যানিং দক্ষিণ ২৪ পরগনা ।
৫) এস. ডি. এল. আর. ও., ক্যানিং দক্ষিণ ২৪ পরগনা ।
৬) বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও গোসাবা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ।
৭) ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গোসাবা থানা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ।
৮) ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুন্দরবন কোষ্টাল থানা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ।
৯) সভাপতি, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতি, নীলামে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
১০) সহকারী সভাপতি, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতি, নীলামে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
১১-১৯) কর্মাধ্যক্ষ .... স্থায়ী সমিতি, নীলামে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
২০-৪৮) সদস্য/সদস্যা .... গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতি
৪৯-৬২) প্রধান.. গ্রাম পঞ্চায়েত।
৬৩-৮৬) বিগত বৎসরের ফেরীঘাট ও বাজার এর ইজারাদার গন।
৮৭-৯১) ম্যানেজার..ব্যাঙ্ক.. শাখা
৯২-৯৪) পোষ্ট মাস্টার.. পোষ্ট...অফিস
৯৫) নোটিস বোর্ড।

তারিখ :- ১৫/০৯/২০১৭

সভাপতি
গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতি

নির্বাহী আধিকারিক
গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতি